দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
শনিবার
১২ আশ্বিন ১৪৩২, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো চীন-বাংলাদেশ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য দ্বিতীয় আসর

গতকাল শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চীন-বাংলাদেশ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য দ্বিতীয় আসর। চীনা নাগরিকদের কণ্ঠে বাংলা ও অ-চীনাদের কণ্ঠে চীনা গানের এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের মূল লক্ষ্য—উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করা। বিসিএস প্রশাসন একাডেমি অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপি আয়োজিত জমকালো এ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় মোট ১৭ জন প্রতিযোগি চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেন।

North South University Library ★1992★

দিনের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হয় শিরোপার সাঙ্গিতিক লড়াই। চীনা ও অ-চীনা (বাংলাদেশি) এই দুটি গ্রুপে দুজন স্বর্ণপদক, ২ জন রৌপ্যপদক এবং ৪ জন ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেন। বাকি প্রতিযোগিরা পান বিশেষ পুরস্কার । এই প্রতিযোগিতা দুটি ধাপে আয়োজিত হয় । ফাইনালে চীনা গ্রুপে মোট ০৮ জন এবং বাংলাদেশি গ্রুপে মোট ০৯ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজকদের সূত্র জানায়, এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হল চীন ও বাংলাদেশের চীনা গানপ্রেমীদের প্রতিভার বিকাশ এবং পারস্পরিক যোগাযোগের একটি মঞ্চ উপহার দেয়া, যাতে গানে-গানে বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্ব এগিয়ে নেওয়া যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশের চীনা ভাষা শিক্ষার্থীরা যাতে গানের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে গানের প্রসার ঘটাতে পারে সেটাও একটা বড় লক্ষ্যমাত্রা। চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্তঃচীনা-বিদেশি ভাষা বিনিময় ও সহযোগিতা কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের নির্দেশনা, শান্ত-মারিয়াম-হোংহো কনফুসিয়াস ক্লাসরুমের উদ্যোগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশে চীনা এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ ওভারসিজ চাইনিজ ফেডারেশনের সহযোগিতায় এটি আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি-এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহ্-ই-আলম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বিসিএস প্রশাসন একাডেমির উপপ্রধান ড. মোল্লা মাহমুদ হাসান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আব্দুর রব, ড. পার মশিয়ূর রহমানসহ চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের তিনটি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরাসহ আরো অনেকে।

সবশেষে প্রতিযোগীদের সমবেত কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর এক সঙ্গীত পরিবেশন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান ।